**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়**

**আউটডোর/বেসিক সাইন্স কমপ্লেক্স/আইসিইউ/ওটি কমপ্লেক্স**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শাহবাগ, ঢাকা, রবিবার, ১২ পৌষ ১৪১৭, ২৬ ডিসেম্বর ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

উপাচার্য,

চিকিৎসকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

            বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটডোর, বেসিক সাইন্স কমপ্লেক্স, ৪০ শয্যার ICU এবং অত্যাধুনিক OT Complex-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান বিজয়ের মাসে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও স্বজনহারা পরিবারের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক সহমর্মিতা।

আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখনই সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়।

বিগত ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে আমরা এদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সেই পদক্ষেপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা তৎকালীন পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তর করেছিলাম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান ছাড়াও এখানে জটিল এবং দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা দেওয়া হয়।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় এ বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতি এবং দলীয় আখরায় পরিণত করা হয়েছিল। অবৈধভাবে শত শত অযোগ্য দলীয় লোককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ এবং ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও চিকিৎসাসেবার মান ভেঙে পড়েছিল। বিনষ্ট হয়েছিল শিক্ষা ও চিকিৎসার পরিবেশ।

এবার আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা চলতি অর্থ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৪৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ  দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

বর্তমান ক্যাম্পাসের উত্তরপাশে ১২ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেছি।

চলতি বছর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হচ্ছে। এছাড়া এমবিবিএস এবং বিএসসি হেলথ টেকনোলজি কোর্স চালুর প্রক্রিয়া চলছে। গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময়ে অনিয়ম, দুর্নীতি আর অব্যবস্থার কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষকের ব্যবস্থা না করে যত্রতত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স খোলা হয়েছিল। ভর্তি করানো হয়েছিল দলীয় ক্যাডারদের।

১৯৯৬-২০০১-মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালে আমরা সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবাদানের জন্য ১৮ হাজারেরও বেশী কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা নেই। ৬ হাজার ক্লিনিক চালু হয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে তারা সেগুলো বন্ধ করে দেয়। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

এবার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইতোমধ্যে আমরা প্রায় ১০ হাজার ক্লিনিক চালু করেছি। চিকিৎসক সঙ্কট সমাধানের জন্য চার হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দিয়েছি। ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি এবং দেড় হাজার নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

দেশের সকল মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল এবং সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ৩৩ হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আমরা আশা করছি এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় মৌলিক গুণগত পরিবর্তন আসবে।

স্বাস্থ্যসেবায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি হাসপাতালে সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যায়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত ওয়েব ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ‘মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যসেবা' প্রদান করা হচ্ছে।

শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য এবছর আমরা জাতিসংঘ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-৪ অর্জন করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৪ থেকে ১৫ তে এবং মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশে নামিয়ে আনব, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,

স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি এখন আমাদের প্রয়োজন সেবার গুণগত মানোন্নয়ন করা। এজন্য স্বাস্থ্য খাতে মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ যাতে না হয়, সেদিকে আমাদের বেশি নজর দিতে হবে। পাশাপাশি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সীমিত সম্পদ দিয়ে কীভাবে আরও ভালভাবে মানুষের চিকিৎসাসেবা দেওয়া যায়, সে ব্যাপারেও আপনাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

এ জন্য আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার আহবান জানাচ্ছি।

দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেমেয়েরাই চিকিৎসা বিদ্যা পড়ে। অথচ স্বাস্থ্যখাতে চোখে পড়ার মত কোন গবেষণা ফলাফল আমাদের হাতে নেই।

সবাইকে আমি আহবান জানাব, চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করুন। সরকার এ ব্যাপারে সব ধরণের সহায়তা দিবে।

উন্নত দেশগুলোতে ওষুধ কোম্পানিগুলো গবেষণা কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিগুলোকে গবেষণা কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

            আপনাদের মনে রাখতে হবে, এদেশের বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে প্রচুর অর্থ খরচ করে চিকিৎসাসেবা নেওয়া সম্ভব নয়। চিকিৎসাসেবা যাতে গরীব মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়, সে ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে।

মনে রাখবেন, আপনাকে একজন দক্ষ চিকিৎসক বানাতে দেশের প্রতিটি মানুষের ঘামঝরা টাকা খরচ হয়েছে। উন্নত ও যথাযথ সেবা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করা আপনার পবিত্র দায়িত্ব।

আমাদের মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। যথাযথ সুযোগ পেলে আপনারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। আপনারা উদ্যোগ নিন। সরকার ভাল কাজে সব সময়ই আপনাদের পাশে থাকবে।

সুধিবৃন্দ,

২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব নেই, কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ সকলখাতে করুণ অবস্থা বিরাজ করছিল। সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়েছিল। বিদেশে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল দুর্নীতি, জঙ্গিবাদের দেশ হিসেবে। গত দু'বছরে আমরা সে অবস্থা কাটিয়ে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছি।

ইতোমধ্যে ১০০০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে। ৩০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। আরও ১০ নতুন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যাদেশ দেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিজয় সরণী এবং টঙ্গিতে ২টি উড়াল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী এবং কুড়িল বিশ্বরোডে ২টি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এয়ারপোর্ট থেকে মাওয়া পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজও খুব শিগগিরই শুরু হবে। আশা করি এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে যানজট পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি যুগোপযোগী, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে।

গত বছর আমরা মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৯ কোটি পাঠ্য বই বিতরণ করেছি। এ বছর ২৩ কোটি ২০ লাখ পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। বছরের শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তক হাতে পাবে, ইনশাআল্লাহ।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি উন্নত, আধুনিক, উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাই। বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থাকবে না। যেখানে সবার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা থাকবে।

আপনাদের সকলকে সেই বাংলাদেশ গড়ার কাজে অংশ নেওয়ার উদাত্ত আহবান জানাই।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটডোর, বেসিক সাইন্স কমপ্লেক্স, ৪০ শয্যার ICU এবং অত্যাধুনিক OT Complex-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।